

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৫০০

১/ বিবিধ

আরবী

ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا، فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة
باطل

رواه الخطيب في كتاب " تلخيص المتشابه في الرسم " (ج 13 ورقة 136 / 1) من طريق محمد بن هاشم البعلبكي حدثني أبي هاشم بن سعيد عن يزيد بن زياد البصري وكان يسكن صور عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مرفوعا ومن هذا الوجه رواه ابن عساكر في " تاريخه " (18 / 143 / 1) وزاد في آخره " ولا تكونوا كلا على الناس " ومن طريق ابن عساكر فقط أورده السيوطي في " الجامع الصغير "، وذكر في كتابه " الحاوي للفتاوي " (2 / 201) أنه رواه الدلمي أيضا من هذا الوجه

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، وآفته يزيد هذا وهو الدمشقي ويقال فيه ابن أبي زياد، وهو متهم، قال البخاري: منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم، وقال مرة: ضعيف الحديث، كأن حديثه موضوع قلت: وقد جزم أبو حاتم في حديث آخر يزيد هذا أنه موضوع، وسيأتي بعد حديثين، وقد اشتهر عن البخاري أنه قال

كل من قلت فيه: منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه نقله الذهبي في " الميزان " (1 /

(5)

فالحديث بهذا الإسناد واه جدا

وقد وهم الشيخ عبد الحي الكتانى في " الترابيب الإدارية " حيث ذكر فيه (1 / 10) أن السيوطي صحح حديث ابن عساكر هذا في " الحاوي " وهذا خطأ فاحش، فلم يصححه السيوطي في الموضع الذي سبقت الإشارة إليه من الحاوي، فإن كان صححه في مكان آخر منه وهذا بعيد فهو وهم من السيوطي نفسه رحمه الله، وكم له من مثل

ذلك، ثم رأيت الحديث قد رواه ابن أبي حاتم في " العلل " (2 / 124 - 125) من طريق الوحاظي عن يزيد بن زياد الدمشقي به وقال: وقال أبي: هذا حديث باطل، ثم وجدت ليزيد متابعا، فقال أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 197) حدثنا أبي حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد حدثنا أبو بكر محمد بن عيسى حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا سعيد بن كثير عن حميد به، وهذه متابعة قوية فإن سعيد بن كثير هذا وهو ابن عفير المصري ثقة من رجال الشيخين، ولكن في الطريق إليه من يسرق الحديث وهو محمد بن أحمد بن يزيد وهو السلمي، قال ابن عدي يسرق الحديث، ومثله شيخه محمد بن عيسى وهو الطرسوسي، قال ابن عدي وهو في عداد من يسرق الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابعونه عليه قلت: فهو أو السلمي آفة هذا السند فلا يفرح بهذه المتابعة. والحديث في نسخة نبيط بن شريط الموضوعة (برقم 22)

وقد روى موقوفا، أخرجه ابن شاهين في " الفوائد " (ورقة 1 / 2) وابن عساكر (4 / 155) من طريق شمر بن عطية قال: قال حذيفة ... فذكره نحوه موقوفا وهذا إسناد منقطع بين شمر وحذيفة، لأن شمرا إنما يروي عن أبي وائل ونحوه من التابعين، لكن رواه المعافى بن عمران في " الزهد " (ق 1 / 255) والقاسم السرقسطي في " غريب الحديث " (2 / 59 / 1) وابن عساكر عن محمد بن قيس عن عمرو بن مرة قال: قال حذيفة ... فذكره نحوه، بيد أنه يبدو أنه منقطع أيضا بين عمرو وحذيفة، وهذا الموقوف مع ضعفه أولى من المرفوع لشدة ضعف إسناد المرفوع ولقول الإمام

أبي حاتم فيه: حديث باطل، وقديما قالوا
إذ قالت حزام فصدقوها * فإن القول ما قالت حزام
وله طريق أخرى موضوعة بنحو هذا اللفظ، وهو أول حديث في المجلد الثاني

বাংলা

৫০০। তোমাদের মধ্যে সে উত্তম ব্যক্তি নয় যে তার আখেরাতের জন্যে দুনিয়াকে ছেড়ে দিয়েছে এবং সেও নয় যে তার দুনিয়ার জন্য আখেরাতকে ছেড়ে দিয়েছে, দুটো হতেই গ্রহণ না করা পর্যন্ত। কারণ দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের পয়গাম-সংবাদ স্বরূপ।

হাদীসটি বাতিল।

এটি আল-খাতীব “তালখীসুল মুতাশাবিহ ফির রাসম” গ্রন্থে (১৩/১৩৬/১) মুহাম্মাদ ইবনু হাশিম বা’আলাবাক্কী সূত্রে আবু হাশিম ইবনু সাঈদ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদ বাসরী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এ মাধ্যমে ইবনু আসাকির তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১৮/১৪৩/১) উল্লেখ করেছেন। তবে শেষে কিছু বেশী বলেছেন: 'তোমরা মানুষের উপর বোঝা হয়ে যেও না।' ولا تكونوا كلا على الناس

ইবনু আসাকিরের সূত্রে সুয়ূতী “জামেউস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার কিতাব “আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া” গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি দাইলামীও একই মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এটির সমস্যা হচ্ছে এ ইয়াযীদ। তিনি হচ্ছেন দামেক্কী। তাকে বলা হয় ইবনু আবী যিয়াদ। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। আবু হাতিমও অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেনঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, যেন তার হাদীস জাল। আবু হাতিম ইয়াযীদের অন্য একটি হাদীসের ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, হাদীসটি বানোয়াট। সে হাদীসটি দুটি হাদীসের পরেই আসবে।

ইমাম বুখারী হতে প্রচারিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ আমি যাদের সম্পর্কে বলেছি মুনকারুল হাদীস, তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়। এটি যাহাবী “আল মীযান” গ্রন্থে (১/৫) উল্লেখ করেছেন। অতএব হাদীসটি এ সনদে নিতান্তই দুর্বল।

শাইখ আব্দুল হাই কান্দানী “তারাতিবুল ইদারিয়া” গ্রন্থে (১/১০) উল্লেখ করেছেন যে, সুয়ূতী ইবনু আসাকিরের হাদীসটিকে "আল-হাবী" গ্রন্থে সহীহ বলেছেন। একথাটি ভুল। কারণ তিনি কোথাও সহীহ বলেননি। হাদীসটি ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/১২৪-১২৫) ওহাবির সূত্রে উক্ত ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন, আমার পিতা বলেছেনঃ এ হাদীসটি বাতিল। আমি ইয়াযীদের মুতাবায়াত পেয়েছি। আবু নুয়াইম

“আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/১৯৭) বলেনঃ আমাকে হাদীসটি আমার পিতা, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে ইয়াযীদ হতে, তিনি আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটির বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে ইয়াযীদ হচ্ছেন সুলামী। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেনঃ তিনি হাদীস চোর। তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা তার মতই। তিনি হচ্ছেন তারতুসী। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেনঃ তিনি ঐসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা হাদীস চুরি করেন। তিনি যা বর্ণনা করেছেন তারা তার অধিকাংশেরই অনুসরণ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি অথবা সুলামী এ সনদটির সমস্যা। এ মুতাবা’য়াত পেয়ে খুশি হওয়ার কিছু নেই। হাদীসটি নুবায়েত ইবনু শারীকের জাল কপিতে ২২ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটি মওকুফ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। ইবনু শাহীন “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (পৃঃ ১/২) এবং ইবনু আসাকির (৪/১৫৫/১) শামর ইবনু আতিয়া সূত্রে হুয়াইফা (রাঃ) হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি মুনকাতি’, শামর এবং হুয়াইফার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ শামর আবু ওয়ায়েল ও তার ন্যায় তাবঈ হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি মা’য়াফী ইবনু ইমরান “আয-যুহুদ” গ্রন্থে (কাফ ২৫৫/১), কাসেম সারকাসতী “গারীবুল হাদীস” গ্রন্থে (২/৫৯/১) এবং ইবনু আসাকির মুহাম্মাদ ইবনু কায়েস হতে আমর ইবনু মুররা থেকে ... বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ পাচ্ছে যে, আমর এবং হুয়াইফার মধ্যে এটির সনদটিও মুনকাতি। এ মওকুফটি দুর্বল হলেও মারফু হতে উত্তম। কারণ মারফুটির সনদ খুবই দুর্বল। আবু হাতিম সেটি সম্পর্কে বলেছেনঃ হাদীসটি বাতিল। এ হাদীসটির অন্য জাল সূত্রও রয়েছে।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68085>

📌 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন